দরসে হাদীস

উম্মূল মু'মিনীন হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা

মাওলানা মুহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন

عن ابن عباس رضى الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الارض اربعة خطوط قال اتدرون ما هذا؟ فقالوا الله ورسوله اعلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل نساء اهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بن محمد واسية بنت مزاحم امراة فرعون ومريم ابنة عمران رضى الله عنهن رواه احمد وابن حبان والحاكم وقال الحاكم هذا حديث صحيح الاسناد

অনুবাদ

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম একদিন যমীনের উপর চারটি রেখা অংকন করলেন আর বললেন, এটা কি তোমরা কি জান? সাহাবায়ে কেরাম জবাব দিলেন আল্লাহ্ এবং রাসূল জানেন। অতঃপর নবীজি ইরশাদ করেন, বেহেশতের রমণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ, ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ, আছিয়া বিনতে মাযাহেম (ফেরআউনের স্ত্রী) এবং মরিয়ম বিনতে ইমরান (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুন্না) (আহমদ ইবনে হিব্বান, হাকেম ইমাম হাকেম বলেন এ হাদীসের সনদ সহীহ্)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পৃথিবীর বুকে কিছু মহিয়সী রমণীর আবির্ভাব হয়েছে যাদের তুলনা কেবল তারাই। অসাধারণ তাদের জীবন, অনন্য তাদের আদর্শ, চরিত্র, ফাজায়েল ও মানাকিব তাদের আকাশচুম্বি। তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ যেমন রাব্বুল আলামীন তেমনি রাহমাতুললিল আলামীন। তারা নিরংকুশ ভালোবাসা আর কঠোর সাধনা বলে জয় করেছেন স্বীয় রবকে।

আজকে আমরা উম্মূল মুমিনীন হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র কথা বলব। যিনি জান-মাল দিয়েই প্রিয়নবীর খিদমত করে ইসলামের ইতিহাসে অনন্য হয়ে আছেন। ইসলামের সূচনালগ্নে অর্থ সম্পদ দিয়ে যিনি প্রিয়নবীজিকে সহায়তা দিয়েছিলেন তিনিই উম্মূল মু'মিনীন হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। তিনিই সর্বপ্রথম মুসলমান। চর্তুমুখী শত্রুবেষ্টিত ইসলামের প্রাথমিক যুগে হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর ত্যাগ ও কুরবানীর কথা নবীজি প্রায়ই স্মরণ করতেন। পবিত্র কুরআন নাযিলের প্রাক্কালে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন সুউচ্চ হেরা পর্বতের গুহায় ধ্যানে মগ্ন ছিলেন, তখনকার সময়ে প্রতিদিন খাবার তৈরি করে পর্বতের চূড়ায় পৌঁছে দিতেন ৫৫ বছর বয়সী এ মহিয়সী নারী। জিব্রাঈল ফেরেশতাও অনেক সময় তাকে অভিবাধন জানাতেন।

হযরত আবু হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, একদিন জিব্রাঈল ফেরেশতা নবীজির দরবারে আসলেন আর বললেন, এয়া রাসূলাল্লাহ্! খাদিজা তরকারি, খাবার এবং পানীয় ভর্তি একটি পাত্র নিয়ে আসছে। যখনই আপনার নিকট এসে পৌঁছবে তখনই তার প্রভূ এবং আমার পক্ষ হতে সালাম পেশ করবেন এবং সুসংবাদ দিবেন তার জন্য রয়েছে বেহেশতে মনি মুক্তা খচিত মহল যাতে থাকবে না কোন শোরগোল আর না থাকবে কোন কষ্ট যাতনা। [বুখারী হাদীস-৩৬০৯, মুসলিম হাদীস ২৪৩২]

অপর হাদীসে এসেছে-হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, নবীজি ইরশাদ করেন, স্বীয় যুগে শ্রেষ্ঠ নারী মরিয়ম এবং স্বীয় যুগে শ্রেষ্ঠ খাদিজা। [বুখারী, মুসলিম]

উম্মূল মু'মিনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন- আমি ততটুকু ঈর্ষা কারো জন্য করতাম না যতটুকু ঈর্ষা করতাম খাদিজাতুল কুবরার জন্য। অথচ তিনি আমার বিয়ের পূর্বেই ইনতেকাল করেছিলেন। কারণ আমি শুনতাম প্রিয় নবীজি তাঁর ব্যাপারে অনেক বেশী আলোচনা করতেন। মহান আল্লাহ্ স্বীয় নবীজিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন এই সুসংবাদ দেয়ার যে খাদিজার জন্য বেহেশতে মনি মুক্তা খচিত মহল নির্মাণ করা হয়েছে। তিনি যখনই কোন বকরি জবেহ করতেন যথাসাধ্য স্বজনদের মাঝে বণ্টন করে দিতেন। [বুখারী-মুসলিম]

উম্মূল মুমিনীন খাদিজাতুল কুবরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হস্তী বাহিনীর যুদ্ধের পনের বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পিতা-মাতা উভয়ে ছিলেন কুরাইশী। তাঁর মর্যাদা ও সতীত্বের কারণে ইসলামের পূর্বেও সকল

মক্কাবাসী তাকে 'তাহেরা' উপাধিতে ডাকত। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, একদিন হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম প্রিয় নবীর দরবারে আগমন করলেন তখন হযরত খাদীজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা পাশে ছিলেন। জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম এসে বললেন- মহান আল্লাহ্ খদীজার নিকট সালাম প্রেরণ করেছেন। এতে খাদীজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলে উঠলেন- আল্লাহ্ পাক নিজেই সালাম আর আপনার উপরও আল্লাহ্ পাকের সালাম ও বরকত। [নাছাঈ, হাকেম]

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন প্রিয় নবীজির দরবারে কোন হাদিয়া আসলে তিনি বলতেন, তোমরা এই হাদিয়া অমুক মহিলার কাছে নিয়ে যাও কারণ তিনি ছিলেন খাদীজার বান্ধবী। আবার কখনো বলতেন,তোমরা এই হাদিয়া অমুকের ঘরে নিয়ে যাও, কারণ তিনি খাদীজাকে ভালোবাসেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন, যখন খাদীজাতুল কুবরার প্রশংসা মূলক আলোচনা শুরু করতেন বিরতিহীনভাবে করতেন, ক্লান্ত হতেন না। [তাবরানী, হাদীস ২১]

হযরত খাদীজাতুল কুবরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ইনতেকালের পর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ভীষণ মর্মাহত ও ব্যথিত হয়েছিলেন। নবীজির সাথে বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর যে খিদমত তিনি আঞ্জাম দিয়েছিলেন তা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে। তার নবীপ্রেম মহান রবের দরবারে কবুল হয়েছে। তারই পবিত্র ঔরষে জন্ম লাভ করেছেন খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমাতুয্ যাহরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা। আর তারই কোলে আগমন করেছেন আহলে বাইতে রাসূলের দুই উজ্জ্বল নক্ষত্র ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এবং ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। উল্লেখ্য, খাতুনে জান্নাত ফাতেমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বেহেশতের রমণীকুল সর্দার আর হাসানাঈনে কারিমাঈন বেহেশতের যুবকদের সর্দার।

সুতরাং বুঝা গেল নারী-পুরুষ সকলের যারা সর্দার, তাদেরই মাতা হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু একাধারে প্রথম মুসলমান, ইসলামের প্রাথমিক যুগের নিবেদিতপ্রাণ সাহাবী, নবীজির প্রিয়তমা স্ত্রী সব মিলিয়ে খাদিজাতুল কুবরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার সম্মান-মর্যাদা অপরিসীম।